

সূরা আদ দুখান-৪৪

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবাইরসহ সকল বিশেষজ্ঞ এই কথার উপর একমত যে এই সূরা মক্কী যুগের মধ্যভাগে অবতীর্ণ হয়েছিল। নলডিকি এই সূরাকে নবুওয়তের ষষ্ঠ বা সপ্তম বর্ষে স্থান দিয়েছেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে এই কথাটির উল্লেখ ছিল যে প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) তাঁর জাতির মনে সত্যের প্রতি অনুরাগ জাগাতে না পারায় তিনি প্রায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এই মর্মযাতনার প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তাঁকে বলা হলো, তিনি যেন তাদের দোষ-ত্রুটি না ধরেন, বরং তাদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ যাচঞা করেন। তাঁর প্রার্থনার ফলে তাঁর জাতির উপর আল্লাহর অনুগ্রহ নেমে আসবে এবং পরিণামে তারা শত্রুতা ছেড়ে তাঁর কথা শুনবে।

এই সূরার প্রারম্ভে ঘোষণা করা হচ্ছে, এই কুরআন জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্যকে সাবলীলভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরে এবং এটি আধ্যাত্মিক অমানিশার অন্ধকার থেকে মানুষকে পুণ্যের আলোকের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। ‘হা মীম’ গ্রন্থের সূরাগুলোর মধ্যে এটি হলো পঞ্চম সূরা। পূর্ব সূরার মতই এই সূরা কুরআনের অবতরণ বিষয় নিয়ে আরম্ভ হয়েছে, তবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ও ভিন্ন প্রসঙ্গে। এই কথা বলে এটি আরম্ভ হয়েছে যে পৃথিবী যখন অন্ধকারে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং মানুষ নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বরে পতিত হয় তখন সৃষ্টিকর্তা একজন প্রেরিত পুরুষের অভ্যুদয় ঘটান এবং তাঁকে এমন এক নব-সঞ্জীবনী বাণী প্রদান করেন যার সাহায্যে মানব জাতিকে পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করা হয়ে থাকে। এইরূপ অধঃপতনের যুগে আল্লাহর নবীগণ ধারাবাহিকভাবে এসেছেন। কিন্তু যেহেতু বর্তমান যুগের নৈতিক অধঃপতন চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করেছে এবং আধ্যাত্মিক অন্ধকার পূর্বকার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে, সেহেতু আল্লাহ তাআলা এই যুগে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নবীকে সর্বোত্তম ও সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনসহ পাঠিয়েছেন। মহানবী (সাঃ) এর আগমনও কোন নতুন ঘটনা নয়। অতীতেও যুগে যুগে প্রয়োজন অনুযায়ী নবী এসেছেন; তাদের মধ্যে হযরত মুসা (আঃ) ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। অতঃপর মুসা (আঃ) এর মোকাবেলায় ফেরাউন ও তাঁর জাতির শোচনীয় ধ্বংসের ঘটনা অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় এই সূরাতে বর্ণিত হয়েছে। কতই না অপমান ও অসম্মানের সঙ্গে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হলো! অপর পক্ষে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈল জাতির উপর আপন অনুগ্রহ ও আশীষ বর্ষণ করলেন। এভাবেই আল্লাহ তাআলা জাতির জীবনে পরিবর্তন আনয়ন করে থাকেন। এই সূরাতে অতঃপর বলা হয়েছে, মানব-জীবনের জন্য এক মহান লক্ষ্য নির্ধারিত করা আছে। মানুষ যাতে সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, সেজন্যই তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করা হয়ে থাকে। পরিশেষে এই সূরাতে বলা হয়েছে যে ইসলামের নীতি ও আদর্শ অত্যন্ত পরিষ্কার, যুক্তি-পূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

★ [এ সূরার নাম ‘দুখান’ (অর্থাৎ ধোঁয়া) রাখার একটি বড় কারণ হলো, তারা {অর্থাৎ রসূল করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদীরা} অন্ধকারের শিকার হয়েছে। এরপর কোন রহমতের প্রাতঃকাল প্রস্ফুটিত হবে না, বরং এ অন্ধকার তাদের জন্য ধোঁয়ার ন্যায় তাদের আযাব বাড়িয়ে দেয়ার কারণে পরিণত হবে। এখানে ধোঁয়া বলতে আণবিক ধোঁয়াকেও বুঝানো হতে পারে। এর ছায়ার নিচে কোন কিছুই রক্ষা পায় না, বরং সবকিছু বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসের শিকার হয়ে থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে এ সত্যকবানী দেয়া হয়েছে, আণবিক ধোঁয়ার ছায়ার নিচে সব ধরনের জীবন বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এমনকি মাটির অভ্যন্তরে প্রোথিত ব্যাকটেরিয়াও ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, এমনটি যখন হবে তখন এরা আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করে বলবে, হে আল্লাহ! আমাদের কাছ থেকে এ কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব সরিয়ে দাও। এখানে এ ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে, এ ধরনের আযাব বিরতি দিয়ে দিয়ে আসবে। অর্থাৎ এক বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর কিছুকাল অবকাশ দেয়া হবে। এরপর পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধ নতুন ধ্বংসলীলা নিয়ে আসবে।

সূরা দুখান সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে এ কথা জানানো হয়েছিলো, এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার যুগ দাজ্জালের আবির্ভাবের সাথে সম্পৃক্ত। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনুদিত কুরআন করীমের সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

সূরা-আদ দুখান-৪৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহিসহ ৬০ আয়াত এবং ৩ রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

يَسْوَائِلُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। *হামীদুন, মাজীদুন^{২৬৯১-ক}। অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী, সম্মানের অধিকারী।

عَزَّ

حَمْدٌ ②

৩। সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী (এ) কিতাবের কসম,

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ③

৪। *আমরা একে নিশ্চয় এক আশিসপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ^{২৬৯২} করেছি। আমরা সব সময়ই (বিপথগামীদের) সতর্ক করে আসছি।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ④

৫। * (এ রাতে) প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়^{২৬৯৩}

فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ⑤

৬। আমাদের পক্ষ থেকে আদেশক্রমে। নিশ্চয় আমরাই রসূল প্রেরণ করে থাকি

أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ⑥

৭। তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কৃপারূপে। নিঃসন্দেহে তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑦

৮। তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে থাকলে (জেনে রাখ রসূল প্রেরিত হয়ে থাকে) *আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে এর প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُوتَهُمْ مُّؤَيَّدِينَ ⑧

দেখুন : ক. ১ঃ১, খ. ৪০ঃ২ গ. ৯৭ঃ২ ঘ. ৯৭ঃ৫ ঙ. ১৯ঃ৬৬; ৩৭ঃ৬; ৪৪ঃ৮।

২৬৯১-ক। ২৫৯২ ও ২৬৪৩ টীকাদ্বয় দ্রষ্টব্য।

২৬৯২। ‘আশিসপূর্ণ রাতে’- কুরআনের অন্যত্র ঐ রাত্রিকে ‘লায়লাতুল কাদুর’ (সিদ্ধান্তের রাত্রি) বলা হয়েছে (৯৭ঃ২-৪)। সহীহ হাদীস অনুযায়ী এই সৌভাগ্য ও উৎকৃষ্ট রজনী রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির কোন একটি বেজোড় রাতে কুরআনের অবতরণ শুরু হয়েছিল (২ঃ১৮৬)। সঠিক রাত্রি রমযানের ২৪তম রাত্রি (মসনদ ও জরীর)। ‘বরকতপূর্ণ রাত্রি’ বা ‘সৌভাগ্য রজনী’ কুরআনের একটি রূপক বর্ণনা দ্বারা একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগকে বুঝায়, যা পৃথিবীকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত করে এবং পরিশেষে সংস্কারক মহাপুরুষের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে পাপী-তাপী মানব পুনরুদ্ধার ও পুনর্জীবন লাভ করে। যে রাত্রি বিশ্ব-মানবকে এর সর্বোত্তম শিক্ষক, সর্বশেষ শিক্ষা ও পূর্ণতম ঐশী বিধান উপহার দিল, একে বরকতপূর্ণ ও সৌভাগ্য-রাত্রি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কুরআনের অবতীর্ণ হওয়ার গোটা সময়টাকেই এই রাত্রি বেঁটন করে আছে, এর সমস্ত সময়টিকেই সৌভাগ্য-রজনী বলা যেতে পারে।

২৬৯৩। এই বরকতপূর্ণ সৌভাগ্য যা মহা সংস্কারকের আগমন কালকে বুঝায় এক নতুন যুগের সূচনা করে। নতুন ব্যবস্থা ও নতুন শৃঙ্খলা আরোপের মাধ্যমে মানুষের ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত ও নির্ধারিত করে। যে যুগে কুরআন অবতীর্ণ হলো তাতো মানবজাতির জন্য নিশ্চয়ই মহা সৌভাগ্য-রজনী। কেননা এর মাধ্যমে ভবিষ্যতের চিরকালের মানবের জন্য সৌভাগ্য সূচিত ও নির্ধারিত হয়ে গেল।

৯। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। *তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুও দেন। তিনিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রভু-প্রতিপালক।

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ رَبُّكُمْ
وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ⑩

১০। আসলে তারা সন্দেহে পড়ে আছে (এবং) আমোদ-স্ফূর্তি করছে।

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ⑪

১১। অতএব তুমি সেই দিনের অপেক্ষা কর যখন আকাশ এক সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে^{২৬৯৪},

فَأَرْتَفِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ
مُبِينٍ ⑫

১২। যা মানুষকে ঢেকে ফেলবে। এটা হবে এক মহা যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يَغْشَى النَّاسَ ۚ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑬

১৩। (তারা বলবে,) *‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ওপর থেকে এ আযাব দূর করে দাও। নিশ্চয় আমরা ঈমান আনবো।’

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنْنَا الْعَذَابَ ۚ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ⑭

১৪। এখন তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণ কিভাবে সম্ভব, অথচ সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণসহ এক রসূল তাদের কাছে এসে গেছে,

أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ
مُبِينٌ ⑮

১৫। এরপরও তারা তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলো এবং বললো, *‘তাকে শিখানো পড়ানো হয়েছে, (বরং সে এক) পাগল।’

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ
مَجْنُونٌ ⑯

১৬। *নিশ্চয় আমরা অল্পকালের জন্য আযাব সরিয়ে দিব। (এরপরও) তোমরা অবশ্যই (সেই অপকর্মে) ফিরে যাবে^{২৬৯৫}।

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ
عَائِدُونَ ⑰

দেখুন : ক. ১০ঃ৫৭; ৫৭ঃ৩ খ. ৭ঃ১৩৫; ৪৩ঃ৫১ গ. ৩৭ঃ৩৭; ৬৮ঃ৫২ ঘ. ৭ঃ১৩৬; ৪৩ঃ৫১।

২৬৯৪। হযরত মহানবী (সাঃ) এর সময়ে মক্কায় একবার ভয়াবহ, দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তখন মক্কার অবিশ্বাসীদের প্রধান নেতা আবু সুফিয়ান নবী করীম (সাঃ) এর কাছে সবিনয়ে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন এই মহাবিপদ থেকে মক্কাবাসীদের উদ্ধারের জন্য দোয়া করেন। এখানে সেই ঘোর দুর্ভিক্ষের ঘটনার প্রতিই হয়তো ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষ ‘দুখান’ (ধূম) শব্দ দ্বারা এই কারণে বিবৃত করা হয়েছে যে কথিত ইতিহাস অনুযায়ী দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত দিশাহারা মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় চোখের সম্মুখে কেবল ভাসমান ধূমই দেখতো। অথবা ‘দুখান’ শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হওয়ার এই যুক্তিও থাকতে পারে যে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির ফলেও মক্কার সারাটা আবহাওয়াই ধূলাবালুময় হয়ে পড়েছিল। ‘দুখান’ শব্দের এক অর্থ ধূলা (লেইন)। এ আয়াতটি গত দুটি মহাযুদ্ধের প্রতিও আরোপিত হতে পারে। ঐ দুটি বিশ্বযুদ্ধে শহর-উপশহরগুলো জ্বলে-পুড়ে ভস্মে পরিণত হয়েছিল এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে ধূমকুণ্ডলী উঠে আবহাওয়াকে ধোঁয়া ও বালু দ্বারা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

২৬৯৫। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) এর প্রার্থনার ফলে ঐ দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হয়েছিল। কিন্তু এটা দেখেও মক্কার কুরায়শরা সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হলো না এবং মহানবী (সাঃ) এর বিরোধিতা অব্যাহত রাখলো।

১৭। যেদিন আমরা কঠোর হচ্ছে (তোমাদের) ধরবো (সেদিন) নিশ্চয় আমরা^{২৬৯৬} প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٧﴾

১৮। আর নিশ্চয় আমরা তাদের পূর্বে ফেরাউনের জাতিকে পরীক্ষা করেছিলাম যখন তাদের কাছে একজন সম্মানিত রসূল এসেছিল।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯। (সে তাদের বলেছিল,) ‘তোমরা আমার কাছে আল্লাহর বান্দাদের সোপর্দ কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল।

أَن آذُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٩﴾

২০। আর তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে এক অকাটা যুক্তিপ্রমাণ নিয়ে এসেছি।

وَأَن لَا تَتَّخِذُوا عَلَى اللَّهِ دِينًا إِنَّي أَنزِلْتُكُمْ كِتَابًا مِّنْهُنَّ ﴿٢٠﴾

২১। *আর তোমরা আমাকে পাথর মেরে হত্যা না করে বস (সেজন্য) আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক ও তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের আশ্রয় চাই।

وَإِنِّي عَذَابٌ بِرِّيِّ وَرِّيِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢١﴾

২২। আর তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আনলে (অন্ততপক্ষে) আমাকে একা ছেড়ে দাও।’

وَلَا تَلْمِزُوا إِلَيْنِ فَاعْتَرِضُوا ﴿٢٢﴾

২৩। এরপর সে তার প্রভু-প্রতিপালককে ডেকে বললো, ‘এরা এক অপরাধী জাতি।’

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। অতএব (আল্লাহ বললেন), ‘তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বেরিয়ে পড়। *নিশ্চয় তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مَّتَّبِعُونَ ﴿٢٤﴾

২৫। আর সমুদ্র শান্ত থাকা^{২৬৯৭} অবস্থায় তুমি (পার হয়ে) যেও। তারা এরূপ এক সেনাবাহিনী যাদের নিশ্চয় ডুবিয়ে দেয়া হবে।

وَإِثْرُكُ الْبَحْرِ زَهَوًا إِنَّهُمْ كَانُوا مُتَعَرِّضِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। *তারা কত বাগান ও ঝরণা (পিছনে) ছেড়ে গেল।

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٦﴾

দেখুন : ক. ৪০ঃ২৮ খ. ১০ঃ৯১, ২০ঃ৭৯, ২৬ঃ৬১ গ. ২৬ঃ৫৯

২৬৯৬। “আমরা (তোমাদেরকে) অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করবো” এই বাক্যটি বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের শোচনীয় পরাজয় অথবা মক্কা-পতনের ঘটনার প্রতি নির্দেশিত করে বলে মনে হয়।

২৬৯৭। ‘রাহওয়ান’ শব্দ রাহা থেকে উৎপন্ন। ‘রাহা বায়না রিজলায়াহে’ অর্থ সে তার পদ-যুগল ফাঁক করে দু’পায়ের মধ্য দিয়ে পথ করে দিল। ‘রাহাল বাহরু’ অর্থ সমুদ্র শান্ত ও স্থির হলো। ‘রাহওয়া’ অর্থ নীচু জায়গা যেখানে পানি জমে, উচ্চ সমভূমি, নিম্নতর, গতিহীন অবস্থা, (লেইন)। মূসা (আঃ) যখন বনী ইসরাইল জাতিকে সঙ্গে নিয়ে লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে পৌঁছলেন তখন সমুদ্রে ‘ভাটা’ আরম্ভ হয়েছিল। ভাটার’ টানে পানি দ্রুত সরছিল এবং বালুকা স্তূপের উপরিভাগ ভেসে উঠছিল। ঠিক এইরূপ সময়ে বনী ইসরাইল সমুদ্র পার হয়ে গেল। দেখুন ২০ঃ৭৮।

২৭। এবং শস্যক্ষেত ও মনোরম স্থান

وَزُزُورٍ وَمَقَارٍ كَرِيمٍ ①

২৮। এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ (আবাসগৃহও ছেড়ে গেল) যেখানে তারা আনন্দ উল্লাস করতো।

وَتَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فُكِهَيْنَ ②

২৯। এভাবেই হলো। আর *আমরা অন্য এক জাতিকে এ (সুখস্বাচ্ছন্দ্যের) উত্তরাধিকারী করে দিলাম।

كَذَلِكَ تَدَاوَرْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ③

১ [৩০] ১৪ ৩০। আর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী কাঁদেনি এবং তাদের কোন অবকাশও দেয়া হয়নি ২৬৯৮।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ④

৩১। *আর নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে এক লাঞ্ছনাজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করলাম,

وَلَقَدْ جَعَلْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ⑤

৩২। যা ছিল ফেরাউনের পক্ষ থেকে। সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মাঝে অতি উদ্ধত একজন।

مِنْ فِرْعَوْنَ إِذْ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ⑥

৩৩। আর নিশ্চয় আমরা জ্ঞানের ২৬৯৯ ভিত্তিতে তাদেরকে (তৎকালীন) বিশ্বজগতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলাম।

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْمَلَأِينَ ⑦

৩৪। আর আমরা সুস্পষ্ট পরীক্ষারূপে তাদেরকে কোন কোন নিদর্শন দিয়েছিলাম।

وَأَتَيْنَاهُمُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ⑧

৩৫। নিশ্চয় তারা বলে,

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ⑨

৩৬। গ. ‘আমাদের এ প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কোন মৃত্যু নেই এবং আমাদেরকে পুনরায় (জীবিত করে) উঠানো হবে না।’

إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ⑩

৩৭। অতএব তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের পূর্বপুরুষদের ফিরিয়ে আন তো দেখি!

فَأْتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑪

দেখুন : ক. ৭ঃ১৩৮, ২৬ঃ৬০, ২৮ঃ৭ খ. ২ঃ৫০, ১৪ঃ৭, ২০ঃ৮১ গ. ৬ঃ৩০, ২৩ঃ৩৮, ৩৭ঃ৬০, ৪৫ঃ২৫

২৬৯৮। তারা (ফেরাউনের দল) কী ভয়ানক অপমান ও অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হলো! তাদের জন্য না কেউ কাঁদলো, না কেউ একটু সম্মান দেখালো, না কেউ একটি শোক-গাঁথা গাইলো। হতভাগ্য বাদশাহ যে নিজেকে ঔদ্ধত্য ও দস্তভরে ও সগর্বে খোদা বলে অভিহিত করতো, সে সমুদ্রের গভীর জলে তলিয়ে গেল (১০ঃ৯১)। ধ্বংসের প্রাক্কালে এই অবিস্মরণীয় কথাগুলো তার মুখ থেকে হয়েছিল : ‘আমি ঈমান আনলাম সেই অস্তিত্ব ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈল, এবং আমি আত্ম সমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলাম’।

২৬৯৯। আল্লাহুতাআলা তাঁর অনুগ্রহরাজি বনী ইসরাঈল জাতির উপর বর্ষণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা ঐশী পরিকল্পনা মতে ঐ সময়ে ঐশী বিধান পরিচালনা ও কার্যকরী করার জন্য তারাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ গণ্য হলো। ‘আলা ইলমিন’ এর অর্থ হতে পারে- বিশেষ অবস্থার পরিস্থিতিতে।

৩৮। এরা উত্তম না কি তুঝা^{২৭০০} জাতি এবং (না কি) এদের পূর্বে যারা ছিল তারা? আমরা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি। নিশ্চয় তারা (সবাই) ছিল অপরাধী।

৩৯। *আর আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই রয়েছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি^{২৭০১}।

৪০। আমরা উভয়কে যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৪১। নিশ্চয় বিচারের দিনটিই হলো তাদের সবার জন্য এক নির্ধারিত^{২৭০২} সময়,

৪২। *যেদিন কোন বন্ধু অন্য কোন বন্ধুর কাজে আসবে না এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না।

২ ৪৩। তবে যাদের প্রতি আল্লাহ কৃপা করবেন তাদের কথা
[১৩] ভিন্ন। নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী (ও) বার বার
১৫ কৃপাকারী।

৪৪। *‘যাক্কুম’ (অর্থাৎ ফণীমনসা জাতীয় গাছ) নিশ্চয়

৪৫। পাপীর খাদ্য।

৪৬। (এটা হবে) গলানো তামার ন্যায়। *.(এবং তা তাদের) পেটে ফুটতে থাকবে,

৪৭। যেভাবে গরম পানি ফুটতে থাকে।

৪৮। (আল্লাহ ফিরিশ্তাদের বলবেন,) ‘একে ধর এবং টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে যাও।

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا
مُجْرِمِينَ ﴿٣٨﴾

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا لِيَجِئِنَّ ﴿٣٩﴾

مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤١﴾

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا
هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٢﴾

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ﴿٤٣﴾

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٤﴾

طَعَامُ الْآثِمِينَ ﴿٤٥﴾

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٦﴾

كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٧﴾

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٨﴾

দেখুন : ক. ২১ঃ১৭, ৩৮ঃ২৮ খ. ২ঃ১২৪, ৭০ঃ১১, ৮০ঃ৩৫-৩৭ গ. ৩৭ঃ৬০, ৫৬ঃ৫৩ ঘ. ২২ঃ২১

২৭০০। ইয়েমেনস্থ হিমইয়ারের বাদশাহের উপাধি ‘তুঝা’ ছিল বলে কথিত আছে। ইয়েমেনের বাদশাহগণ যখন হিমইয়ার, হায়রামাউত এবং সাবাত্তে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন সেই সময় তাদেরকে ‘তুঝা’ উপাধিতে অভিহিত করা হতো। পুরাতন শিলালিপি থেকে জানা যায় তুঝাগণ এই ভূখণ্ডগুলোতে ২৭০ খৃঃ থেকে ৫২৫ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ইতিহাসে তাদের বাদশাহী গুণ-গাঁথা ও কাহিনী বর্ণিত আছে। অনুমিত হয় যে তাঁরা সমস্ত আরব ভূখণ্ডেই তাদের শাসন চালাতেন, এমনকি পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্তও তাদের শাসন বিস্তৃত ছিল বিস্তৃত ছিল (এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম)। এখানে যে নির্দিষ্ট তুঝার কথা বলা হয়েছে, কয়েকটি হাদীসে তাঁকে একজন নবীও বলা হয়েছে। কুরআনও মনে হয় এই হাদীসের সমর্থন করে (৫০ঃ১৫)।

২৭০১। মানব-জীবন অতি অর্থপূর্ণ, এর বিরাট উদ্দেশ্য ও মহৎ লক্ষ্য রয়েছে। মানুষের চেতনা, মননশীলতা ও চিন্তা-শক্তি ইত্যাদি যে সকল সহজাত গুণাবলী তাকে একান্তভাবে দেয়া হয়েছে, তা এই কথার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে যে মানব-জীবন নিশ্চয়ই অর্থময় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ। আকাশমালা ও পৃথিবী সৃষ্টি এই মহান সত্যের প্রতিই প্রবলভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

২৭০২। শেষ বিচারের দিনে মানুষের গুণ-লুপ্ত সকল কথা ও সকল কাজ প্রকাশিত হয়ে যাবে এবং এইগুলোকে তুলাদেও মেপে বিচার করা হবে। এইরূপ একটি বিচার-দিবস প্রত্যেক নবীর সময়ে ইহকালেই ঘটে থাকে যখন সত্য বিজয়ী ও সম্মুখত হয় এবং মিথ্যা পরাভূত ও দূরীভূত হয়।

৪৯। এরপর *এর মাথায় কিছু ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও’

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ
الْحَمِيمِ ﴿٨٩﴾

৫০। ‘(আযাবের) স্বাদ গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি তো শক্তিশালী (ও) সম্মানিত^{২৭০৩} (ব্যক্তি সেজে বসে) ছিলে।

ذُئِىٰٓٓٓ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٩٠﴾

৫১। নিশ্চয় এটিই সেই বিষয়, যার সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।’

إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٩١﴾

৫২। নিশ্চয় *মুত্তাকীরা থাকবে শান্তিপূর্ণ স্থানে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٩٢﴾

৫৩। *বাগান ও বার্ণাসমূহের পরিবেশে।

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٩٣﴾

৫৪। *তারা চিকণ ও মোটা রেশমী পোশাক পরে একে অন্যের সামনে বসে থাকবে।

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
مَّتَقِيلِينَ ﴿٩٤﴾

৫৫। এভাবেই হবে। আর ও.ডাগর চোখের কুমারীদেরকে আমরা তাদের সাথী করে দিব।*

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٥﴾

৫৬। তারা সেখানে *প্রত্যেক প্রকারের ফলফলাদির ফরমায়েশ দিবে (ও) শান্তিতে থাকবে।

يَذُوقُونَ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ أَثْمِينَ ﴿٩٦﴾

৫৭। সেখানে তারা প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না^{২৭০৪}। আর ছ.তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদের রক্ষা করবেন।

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ
الْأُولَىٰ ۖ وَوَعْدُهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾

৫৮। এ হবে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ^{২৭০৫}। জ.এটাই মহা সফলতা।

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿٩٨﴾

৫৯। *আর আমরা এ (কুরআনকে) তোমার ভাষায় নিশ্চয় সহজ করে দিয়েছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ
يَسْتَذْكُرُونَ ﴿٩٩﴾

৩
[১৭] ৬০। অতএব তুমি অপেক্ষা কর। নিশ্চয় তারাও অপেক্ষায়
১৬ আছে।

فَإِذْ تَقْبَلُ إِلَيْهِمْ مُّزْتَقِبُونَ ﴿١٠٠﴾

দেখুন : ক. ২২ঃ২০, ৫৫ঃ৪৫ খ. ৩০ঃ১৬, ৫২ঃ১৮ গ. ৬৮ঃ৩৫, ৭৮ঃ৩২ ঘ. ১৮ঃ৩২, ৭৬ঃ২২, ড. ৫৫ঃ৭১, ৭৩; ৫৬ঃ২৩ চ. ৫৫ঃ৫৩, ৫৬ঃ২১ ছ. ৫২ঃ২৮, জ. ৩৭ঃ৬১ ঝ. ১৯ঃ৯৮, ৫৪ঃ১৮

২৭০৩। এই শব্দগুলো উপহাসস্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

★[পৃথিবীতে মানুষ যেসব বস্তু পছন্দ করে এগুলোই উপমারূপে ৫৪-৫৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে কোন মানুষের জ্ঞান নেই। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবের) (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৭০৪। এই আয়াতটি স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে বলে দিচ্ছে যে পরকালের জীবন চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর হবে, কর্মবিহীন হবে না বরং ক্রমোন্নতিশীল হবে।

২৭০৫। নাজাত ও বেহেশত-লাভ মূলত আল্লাহুতাআলার কৃপা ও করুণার উপর নির্ভরশীল।